OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 645 - 654
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

শরীর নিয়ে কৌতুক : ‘দ্যা কপিল শর্মা শো’য়ের একটি গুণগত বিশ্লেষণ

বিশ্বজিৎ পাল
সহকারী অধ্যাপক, সমাজতত্ত্ব বিভাগ
সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID: biswajit-paul@skbu.ac.in
0009-0003-6327-2740

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Interaction, Humor, Consumer society, Body, Body shaming, Capitalism, Binary opposition,

Abstract
Humor is an important sense element of social interaction. A good sense of humor of an individual makes a distinctive quality within a person. On the basis of this distinctive quality people could be judge and remembered for a long. In contemporary consumerist society, if a person holds a good quality of sense of humor, then s/he became a skillful individual because an ability to create humor at any situation became commodity and individual would be able to use this skill to earn fame. Since long humor was an instrument for the entertainment industry to create popularity of their product like movies, daily soaps, and others. But in recent time we witnessed that humor had been changed in a revolutionary way, it became out and out ‘comedy’, separate entertainment activities were produced on comedy. Cracking joke is the most useful and popular method to produce comedy or humor. Cracking joke is not the new activity but the nature of jokes has been changed radically. In the highly competitive market of entertainment industry, people want to gain popularity or TRP of their show, hence they were targeting human bodies, irrespective of male and female, to get success. The most popular comedy show of Indian television, by the most talented stand-up comedian Mr. Kapil Sharma, named The Kapil Sharma Show have been adopted the easy road to success. On this show actors are cracking jokes on human body in derogative way in regular manner. Basically, they are producing some kind of values that are directly reproducing body shaming attitudes.

On the above context, the present article analyses, in a qualitative way, the nature of jokes used in The Kapil Sharma Show by content analysis method. This article addressed the question of how and why ‘body’ has been used as tool by the actors of the TKSH to produced humor or comedy and conclude with a criticism of capitalism, as it is a strategy of capitalism to create a binary opposition on human body, particularly capitalism wants to form an idea of

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ideal type body of human so that they could sell their products to the people who are dreaming to achieve the ideal body.

Discussion

ভূমিকা : সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় কৌতুক একটি বহুল পরিলক্ষিত বিষয়। কৌতুক সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে এমন একটি রুপ দেয় যার মাধ্যমে মিথস্ক্রিয়ার স্থায়িত্ব বেড়ে যেতে পারে আবার কমেও যেতে পারে। বর্তমান সময়ে কৌতুক শুধুমাত্র সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে আবদ্ধ নেই, বরং কৌতুকের বাণিজ্যকরণ (Commercialization) ঘটেছে এবং গণমাধ্যমের সহযোগিতায় মুহূর্তে সেটি বহু মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। শিল্পভিত্তিক সমাজে পেশার বিশ্বায়নের ফলে 'কৌতুক করা' (Doing Comedy) একটি পেশা হিসাবেও বিবর্তিত হয়েছে। এই শিল্পভিত্তিক সমাজ তার নিজ গুণে, কৌতুকের বাণিজ্যকরণ অধিক মাত্রায় করার জন্য কৌতুকের বিষয় (Content) এমন ভাবে নির্বাচন করা শুরু করল যে সেখানে সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতি সংবেদনশীলতার অভাব অতিমাত্রায় লক্ষ্য করা গেল। এই সংবেদনশীলতার অভাব সবথেকে বেশী হয়েছে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, ব্যক্তির শরীর নিয়ে। ব্যক্তির শরীরকে যথেষ্ট চিন্তাশীল মননে অসংবেদনশীল প্রক্রিয়ায় 'কৌতুক করা' (Doing Comedy) পেশার মধ্যে আনা হয়েছে, কারণ শরীর একদিকে যেমন একটি উৎকৃষ্ট মানের পন্য এবং আবার অন্যদিকে পন্য বিক্রি করার একটি বাজার। ফলে ব্যক্তির শরীর সবসময় আলোচনার কেন্দ্রে থাকে।

আধুনিকতা আমাদের সমাজ ব্যাবস্থায় এবং দৈনন্দিন জীবনে যে মূল্যবোধগুলি প্রতিস্থাপন করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল 'Bainary Oppositions'। এই ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বের করা কঠিন, এখানে আমি দ্বিমুখী ভিন্নতা শব্দটি ব্যাবহার করেছি। আধুনিকতার মডেল সবকিছুকে সংখ্যা এবং দ্বিমুখী ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখার প্রেক্ষাপট তৈরি করে, সেটা বৃহৎ অর্থে (Macro scale) উন্নয়ন হোক বা ক্ষুদ্র স্তরে (Micro) ব্যক্তি ও তার শরীর হোক। এই দ্বিমুখী ভিন্নতার প্রেক্ষাপটের সাথে আধুনিকতা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে সেটা হল সমাজের সর্বস্তরকে বাজার অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে দেওয়া। যার ফলে 'ব্যক্তিগত' ধারনার অবলুপ্তি ঘটছে, বাজার অর্থনীতি ব্যক্তিগত পরিসরকে জনসমক্ষে নিয়ে আসছে এবং আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করছে। এই নিয়ন্ত্রণকারীদের কাছে সবথেকে বড় বাজার হল আমাদের প্রাত্যহিক জীবন বা দৈনন্দিন জীবন (Everyday life)। দৈনন্দিন জীবনের মিথস্ক্রিয়ায় আমরা শরীর কেন্দ্রিক দ্বিমুখী ভিন্নতার সম্মুখীন বেশির ভাগ সময়ে হয়ে থাকি। বাজারে ব্যক্তির শরীর নিয়ে যে দ্বিমুখী ভিন্নতা আছে (Bainary Oppositions), পুরুষ- নারী নির্বিশেষে, সেগুলি হল মোটা-রোগা, ফর্সা-কালো, দীর্ঘকায়-স্বল্পকায় ইত্যাদি। এই গুনগুলির উপর ভিত্তি করে সমাজে ব্যক্তির সৌন্দর্য বিচার করা হয়, বাজার অর্থনীতিতে তার দাম কত হবে সেটা ঠিক হয়। সৌন্দর্য নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়, এই প্রতিযোগিতাকে সামাজিক মূল্যবোধের পুনরুৎপাদন (Reproduction of social values) বলা যেতে পারে। এই প্রতিযোগিতা আধুনিক ভোগবাদী অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই ভাবেই ব্যক্তির জীবন হয়ে উঠেছে বাজার এবং শরীর একটি পন্য।

পুঁজিবাদীরা এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় নি। তারা নিজেদের পন্য বিক্রির জন্য এবং তাদের মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যক্তির শরীরকে সহজেই ব্যাবহার করেছে। তারা বিজ্ঞাপনের ব্যাবহার করে এবং গনমাধ্যমকে সযত্নে একটি সাংস্কৃতিক অস্ত্র হিসাবে ব্যাবহার করে তাদের মুনাফা অর্জনের কাজ করে চলেছে। সমাজস্থ ব্যক্তি যেভাবে নিজেকে সুন্দর করে তলার পিছনে ছুটে চলেছে - প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয় এটি একটি Cosmetic সৌন্দর্যের বাসনা - যেটিকে ভাঙ্গিয়ে সে অর্থ উপার্জন করতে পারবে বা মেকি সামাজিক মর্যাদা অর্জন করার পথে এগোবে। পুঁজিবাদ কোন ভাবেই সমাজস্থ ব্যক্তির এই মনস্তাত্বিক অভিব্যাক্তির সুযোগ নিতে ছাড়ে না। ফলে সে নানান কৌশলে ব্যক্তিকে তাদের পন্য বিক্রির মাধ্যম বানিয়ে তুলছে।

আমাদের ভারতীয় সমাজে ব্যাক্তির শরীর হিসাবে নারী শরীরের চাহিদা বেশি। এর একটি বড় কারন পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো ও মতাদর্শ। নারী শরীরকে বিশেষ করে যৌন আকর্ষক করে তুলতে পারলেই খুব সহজে পন্য বিক্রি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়ে যায়। ফলে নারী শরীর খুব সহজ লভ্য এবং অতি বিক্রিত। পুরুষ শরীরের চাহিদাও আছে, কিন্তু তার শ্রেণী আলাদা। এই শ্রেণী বিভাজনই শরীরের শোষণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষকে একই স্থানে নিয়ে আসে। অধিক বিক্রিত শরীর সেটাই যার পুঁজিবাদী মূল্য আছে। আমরা গনমাধ্যমে ও বিজ্ঞাপনে কোন ধরনের শরীর দেখতে পাই সেটা যদি লক্ষ্য করি তবে এই শ্রেণী বিভাজন সহজেই বুঝতে পারব।

এই প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক ভাবে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে তা হল সামাজিকীকরণ (Socialization) যার দ্বারা সামাজিক ক্রিয়া সম্পর্কে শিখি, সমাজতাত্ত্বিক সি. এইচ. কুলির (C.H. Cooley) ধারনা Looking glass self - যে ধারনার মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েছিলেন যে একজন ব্যক্তি নিজেকে কী ভাবে দেখবে সেটি তার নিজের উপর সবসময় নির্ভর করে না, এখনে ব্যক্তির প্রতি অন্যের ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ।[i] অন্যের ভাবনা বলতে এখানে আমরা বলতে পারি যে সমাজের ভাবনা কী? সমাজ একজন ব্যক্তিকে কী ভাবে দেখে? ব্যক্তির নিজের ভাবনা যেহেতু সমাজ থেকে সৃষ্টি হয়, ফলে সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক এই ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে, সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যেকার সম্পর্ক তৈরিতে টেলিভিশন ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, কারণ টেলিভিশনে এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রদর্শিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা এবং প্রদর্শিত অনুষ্ঠানের কন্টেন্ট সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। টেলিভিশন যেহেতু গণমাধ্যমের একটি অংশ এবং গণমাধ্যম সামাজিকীকরণেরও একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম, ফলে মিডিয়া বা গণমাধ্যমকে বিশ্লেষণের একক করা খুব জরুরি।

এই প্রেক্ষাপটে সমাজতত্ত্বের একজন গবেষক হিসাবে যখন আমি টেলিভিশনের সবথেকে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান *'দ্যা কাপিল শর্মা শো'* দেখি (যেটি ২০২১ সালে ভারতীয় টেলিভিশনের বেস্ট পপুলার শো হিসাবে নির্বাচিত, ২০২২ সালে বেস্ট ডিরেক্টর পুরস্কার প্রাপ্ত একটি অনুষ্ঠান, এছাড়া এর অভিনেতাগন অন্যান্য পুরস্কারেও ভূষিত, TRP রেটিং অনুযায়ী বেশিরভাগ সময় ধরেই শীর্ষে অবস্থান করা একটি কৌতুক প্রদর্শনকারী অনুষ্ঠান)[ii] তখন বারং বার লক্ষ্য করি যে বিনোদনের জন্য শরীর কেন্দ্রিক কৌতুকের ব্যাবহার যথেচ্ছ ভাবে করা হয়। যেহেতু এই অনুষ্ঠান সমাজের বহু ব্যক্তি দেখেন ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের উপর এর প্রভাব অনেক বেশি। ব্যক্তি মননে এবং সামাজিক স্তরে এই ধরনের কৌতুক প্রায়শই গভীর ছাপ রেখে যায়। সমাজতত্ত্বের গবেষক হিসাবে সমাজ, সমাজ ব্যাবস্থা এবং সামাজিক বাস্তবতা আমার পাঠ্য, ফলে কোন ভাবেই শরীর ও সমাজের সম্পর্ককে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই অনুষ্ঠানে body shaming কে প্রত্যক্ষ ভাবে একটি সাধারন ধরন (Normal form or normality) হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে, যার ফলে সমাজ- শরীর সম্পর্ক (Society-body relationship) একটি বিশেষ ধরনের আধিপত্যকারী ও বশ্যতা স্বীকারকারী সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে বিবর্তিত হয়ে চলছে।

ফলে এই গবেষণা প্রবন্ধ Sociology of Media এবং Sociology of Gender- এর প্রেক্ষাপটে সমাজ ও ব্যাক্তির সম্পর্কের বিশ্লেষণ করা হবে, বিশেষ করে টেলিভিশনে প্রদর্শিত জনপ্রিয় কৌতুক অনুষ্ঠান *দ্যা কপিল শর্মা শো* এ কিভাবে ব্যক্তির শরীর একটি কৌতুক উৎপাদনকারী উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার বিশ্লেষণ করা হবে। এই বিশ্লেষণে লিঙ্গ সামাজিকীকরণ ও লিঙ্গ সম্পর্ক স্বাভাবিক ভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণের একক হিসাবে উঠে আসবে। এই গবেষণা প্রবন্ধটিতে আমার মূল উদ্দেশ্য গুলি হল -

- কপিল শর্মা শোতে কোন ধরনের কৌতুক প্রদর্শিত হয় এবং তার মধ্যে শরীর কেন্দ্রিক কৌতুক কী ধরনের হয় সেটি খোজা।
- শরীর কেন্দ্রিক কৌতুকের মাধ্যমে কী ধরনের শরীরের সাধারণীকরণ (Generalise) করা হয় বা কোন ধরনের শরীরকে Normal Body হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে তার অনুসন্ধান করা।
- বিনোদনের সহজ পন্থা হিসাবে Body Shaming কেন গুরুত্বপূর্ণ তার বিশ্লেষণ করা।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যগুলির উপর নির্ভর করে এই গবেষণা প্রবন্ধে আমি যে মূল প্রশ্নগুলির অনুসন্ধান করতে চেয়েছি তা হল, বিনোদনের সহজ পন্থা হিসাবে Body Shaming কে ব্যবহার করে এবং শরীরের একটি বিক্রিত মূল্য তৈরি করে, শরীরকে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

কীভাবে একটি পন্য হিসাবে (Body as a commodity) তৈরি করা হচ্ছে? এই ধরনের Body Shaming কে প্রদর্শিত করে কীভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক মনভাবাপন্ন লিঙ্গ সামাজিকীকরণের মূল্যবোধ গুলিকে বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে? সমাজস্থ ব্যাক্তিরা কেন এই ধরনের অনুষ্ঠান বেশি দেখে, কেন এই অনুষ্ঠান এত জনপ্রিয়?

কৌতুক ও শরীর - একটি সামাজিক নির্মাণ : তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

কোন সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে একটি humor থাকা আবশ্যিক নয়, কিন্তু humor থাকলে সেই মিথস্ক্রিয়া অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতে পারে। ফলে বলা যেতে পারে যে কোন একজন ব্যক্তি যিনি কখনো হাসে না, কখনো কোন কৌতুক বিষয়ে অংশ গ্রহন করে না, তার সাথে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অধ্যাপক Kuipers (2015) তার *Good Humor, Bad Taste : A Sociology of the Joke* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে কৌতুকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রুপ আছে, তিনি বলছেন যে কৌতুক সামাজিক ভাবে তৈরি হয় (Socially constructed)।[iii] অধ্যাপক Kuipers (2015) এর মতে মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে হাস্য রস তৈরি হয় কিছু কৌতুক ব্যবহারের মাধ্যমে, তিনি এই humor কে কোন ভাবেই একজন ব্যক্তি কেন্দ্রিক বিষয় হিসাবে দেখেন নি, যদিও তিনি উল্লেখ করেছেন যে মনস্তাত্ত্বিক স্তরে humor বা হাস্য রস ব্যক্তি কেন্দ্রিক কিন্তু সামাজিক স্তরে সেটির রুপ বদল হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে humor হল একটি সামাজিক মিথস্ক্রিয়া যেখানে কিছু হাস্য রস বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়, যদি এই বিনিময় সাফল্য লাভ করে তবে সেটি একটি ভালো কৌতুকে পরিণত হয় অথবা যদি এই বিনিময় সাফল্য লাভ না করে তবে মিথস্ক্রিয়াটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এবং ভালো কৌতুক তৈরি হয় না। ফলে কোন ভালো কৌতুক বলতে গেলে একজন ব্যক্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মিথস্ক্রিয়ায় হাস্য রস, কৌতুক থাকবে সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এই হাস্য কৌতুক যখন কোন ব্যক্তির প্রতি করা হয় অথবা কোন ব্যক্তির উপস্থিতিকে (appearance) কেন্দ্র করে, তাকে ব্যঙ্গ করে করা হয় তখন সেটি সামাজিক সমস্যা তৈরি করতে পারে। ব্যক্তির পরিচিতি (identity) তার সামাজিক অবস্থান ও তার প্রতিনিধিত্বের উপর তৈরি হয়, এবং এই অবস্থান তার অন্তঃ গোষ্ঠী ও বহিঃ গোষ্ঠী উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফলে বলা যায় যে ব্যক্তির পরিচিতি তার সাংস্কৃতিক বিশেষত্বের পুনরুৎপাদন।[iv] এই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি ভেদে কোন ব্যক্তির উপস্থিতি (appearance) অন্য ব্যক্তির থেকে ভিন্ন হবে। ফলে এই ভিন্নতাকে ব্যবহার করে কৌতুক তৈরি করে কোন ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করা, সামাজিক ভাবে দূরত্ব তৈরি করা, সামাজিক স্টিগ্মা তৈরি করা সমস্যাজনক। এই প্রেক্ষিতেই Body shaming এর মত সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এর ফল দুই রকম হতে পারে - ব্যক্তিগত স্তরে এবং গোষ্ঠীগত স্তরে। ব্যক্তিগত স্তরে Body shaming কোন একজন ব্যক্তিকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে যেতে পারে, অন্যদিকে গোষ্ঠীগত স্তরে ethnic conflict হতে পারে। এই গবেষণাপত্রে আমি ব্যক্তিগত স্তরের উল্লেখ করছি।

Shilling (2003) এর মতে সমাজতত্ত্বে শরীর (Body) নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে একটি Dual status আছে, প্রারম্ভিক সময়ে সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিসরে শরীর সম্পূর্ণ ভাবে উপস্থিত বা অনুপস্থিত কোনটাই নয়, বরং বলা যায় সমাজতত্ত্বে শরীর ধারনাটি ঐতিহাসিক ভাবে 'absent present'।[v] বলা যেতে পারে যে শরীরকে যেহেতু মূলত জৈবিক, প্রাকৃতিক, ও ব্যক্তিগত বিষয় হিসাবে ধারনাকরন করা হয় ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রারম্ভিক সময়ে সমাজতত্ত্বের আলোচনার পরিসরে শরীর বহুলাংশে অনুপস্থিত ছিল, কিন্তু যখন থেকে সমাজতাত্ত্বিক গন প্রকৃতি ও সমাজের (Nature and Society) মধ্যেকার বিভাজনকে বোঝা ও প্রশ্ন করা শুরু করল তখন থেকেই তাত্ত্বিকরা শরীরকে সামাজিক (Social) হিসাবে ধারনাকরন করা শুরু হয়েছিল, এবং শরীরকে গুরুত্ব দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক চর্চার পরিসরে নিয়ে এলেন। যদিও এটিও বলা যায় যে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনায় (Sociological Imagination) শরীরের উপস্থিতি প্রাচীন। সমাজতত্ত্বে শরীর ধারনার উপস্থিতির এই dual status নিয়ে আরো বলা যায় যে যখন সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক সচলতা, নৃকুলতা, শ্রেণী, সামাজিক অসাম্য, অপরাধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শরীর ধারনাটি চলে আসে এবং একটি অদৃশ্য ভিত্তি (hidden base) তৈরি করে। ধ্রুপদী সমাজতাত্ত্বিকরা যাদের আমরা সমাজতত্ত্বের founding father হিসাবে জানি,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

(Durkheim, Weber, Marx), তাদের লেখার মধ্যে শরীর নিয়ে সার্বিক আলোচনা অনুপস্থিত। 1980 এর দশক থেকেই সমাজতত্ত্বের পরিসরে শরীর নিয়ে বিস্তৃত চর্চা শুরু হয়। শরীর গঠন ও তার ব্যক্ষা প্রধানত biological ও naturalist প্রেক্ষাপটে করা হয়, যার পিছনে অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জোড়াল কারণ আছে, কিন্তু social constructionism তত্ত্বের ধারক ও বাহকদের মতে শরীর গঠনে ও তার বেড়ে ওঠার জন্য সমাজের, সামাজিক ব্যবস্থার গুরুত্ব রয়েছে। Foucault ও Goffman এই ধারনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। Foucault তার আলোচনায় দেখিয়েছেন যে কীভাবে discourse শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদি তাত্ত্বিক Goffman বিশ্লেষণ করেছেন যে কীভাবে শরীর সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে উঠে এসেছে।

'Body shame'- এই শব্দ বন্ধের মধ্যে দুটি ধারনা যুক্ত হয়ে আছে - একটি হল Body বা শরীর এবং অন্যটি হল shame বা লজ্জা। Body বা শরীরের জন্ম একটি জৈবিক প্রক্রিয়া কিন্তু শরীরের বেড়ে ওঠা শুধুমাত্র জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, সামাজিক- মনস্তাত্ত্বিক বিষয়।[vi] কী ভাবে masculinity & femininity তৈরি হয় সেটা সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব দ্বারাই বিশ্লেষণ সম্ভব। অন্যদিকে লজ্জা বা shame হল সম্পূর্ণভাবে একটি সামাজিক পরিস্থিতি এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক বিষয়, যদিও লজ্জাকে Bainary Oppositions ধারনার একটি উদাহরন হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে কারণ এটি শালীনতা ও অশালীনতা এই Bainary Oppositions এর মধ্যে পড়ে।

Schmidt and others (2021) এর দ্বারা প্রকাশিত গবেষণা পত্রে Body shaming নিয়ে একটি সুন্দর গবেষণা হয়েছে যেখানে তুলে ধরা হয়েছে কীভাবে একজন ব্যক্তির appearance নিয়ে অন্যদের মতামত তৈরি হয় এবং বিভিন্ন fairy tales গুলিতে যে ভাবে ব্যক্তির appearance কে গুরুত্ব দিয়ে থাকে তার থেকে কীভাবে সমাজে Body shaming এর মত ঘটনা ঘটানোর ঐতিহাসিক উপাদান খুজে পাওয়া যায়।[vii] Gilbert এবং Miles (2002) এর মতে ব্যাক্তির শারীরিক উপস্থাপনা মিথস্ক্রিয়াতে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। ফলে শারীরিক গঠন ভিন্ন হলে Body shaming এর মত ঘটনা ঘোটতে পারে। McMahon and others (2022) খেলোয়াড়দের উপর হওয়া Body shaming এবং তার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন।[viii]

শরীর কেন্দ্রিক কৌতুকের ব্যবহার ও তার বিশ্লেষণ : সামাজিক গবেষণায় পদ্ধতিবিদ্যা হল গবেষণার যুক্তি (Logic of research)। পদ্ধতিবিদ্যা আমাদের সামনে একটি রুপরেখা তুলে ধরে যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে একটি গবেষণাতে কোন যুক্তির কারনে কোন পদ্ধতি বা method ব্যাবহার করা হয়েছে।এই গবেষণা পত্রটি মুলত একটি গুণগত সামাজিক গবেষণা। এখানে আমার বিশ্লেষণের একক (Unit of analysis) হল দ্যা কাপিল শর্মা শোতে ব্যাবহৃত বিভিন্ন Jokes বা কৌতুক, যেগুলি বিভিন্ন ভাবে ব্যাক্তির শরীরকে কেন্দ্র করে (শরীরের আকৃতি, গঠন, রং ইত্যাদি) করা হয়। এই শো টি নির্বাচন করার যুক্তি হিসাবে আমি টিআরপি রেটিং (TRP) এবং ITA দ্বারা প্রদত্ত বেস্ট শো হিসাবে দ্যা কাপিল শর্মা শো নির্বাচন হওয়াকে তুলে ধরছি। Body Shaming এর ধরন বিশ্লেষণ করার জন্য আমি বিভিন্ন Jokes বা কৌতুক গুলিকে Sociology of Gender এর বিভিন্ন তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে করার চেষ্টা করব- ফলে তথ্য বিশ্লেষণের জন্য বা নমুনার বিশ্লেষণের জন্য উক্ত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে content analysis পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

এই গবেষণা পত্রে আমার গবেষণা ক্ষেত্রটি (Field) হল দ্যা কপিল শর্মা শো, population বা সমগ্রক হল দ্যা কপিল শর্মা শোর বিভিন্ন পর্বে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৌতুক। এই সমগ্রক থেকে আমার গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত কিছু নির্বাচিত শরীর নিয়ে কৌতুক হল আমার নমুনা। নিম্নে নমুনাগুলি তুলে ধরা হল -

কপিল শর্মা এই মুহূর্তে ভারতীয় কৌতুক শিল্পীদের মধ্যে একজন জনপ্রিয় তারকা অভিনেতা। তিনি Laughter Challenge নামক একটি Stand up কৌতুক শো জিতে প্রচারের আলোতে এসেছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি Colours TV চ্যানেলে Comedy nights with Kapil নামে একটি শো শুরু করেন, সেখানে তিনি বিপুল সাফল্য অর্জন করেন, তার শো বিপুল মাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত তারকা ও ব্যক্তি বর্গ সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের January পর্যন্ত Colours TV চ্যানেলে এই শো চলে। পরবর্তীকালে ২৩.০৪.২০১৬ সালে Sony

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Entertainment চ্যানেলে নতুন করে আবার এই শো সম্প্রচারিত হওয়া শুরু হয়, এবার নাম দেওয়া হয় The Kapil Sharma Show। এই চ্যানেলে এখনো পর্যন্ত যে পর্ব গুলি হয়েছে তা নিম্নরুপ -

Sony Entertainment চ্যানেলে এই শোটি মোট ৫টি সিজনে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রথম সিজন সম্প্রচারিত হয়েছিল ২৩.০৪.২০১৬ থেকে ২০.০৮.২০১৭ পর্যন্ত এবং এই সিজনে মোট ১৩০ টি এপিসোড সম্প্রচারিত হয়েছিল, দ্বিতীয় সিজন যেটি ২৯.১২.২০১৮ থেকে ২২.০৩.২০২০ তারিখের মধ্যে হয়েছিল সেখানে মোট ১২৫টি এপিসোড সম্প্রচারিত হয়েছিল, তৃতীয় সিজন ০১.০৮.২০২০ থেকে ৩০.০১.২০২১ পর্যন্ত হয়েছিল, সেখানে মোট ৫২টি এপিসোড ছিল, চতুর্থ সিজন ২১.০৮.২০২১ থেকে ০৫.০৬.২০২২ পর্যন্ত হয়েছিল এবং সেখানে মোট ৮০ টি এপিসোড সম্প্রচারিত হয়েছে, সর্বশেষ হল পঞ্চম সিজন যেটি ১০.০৯.২০২২ থেকে ২৩.০৭.২০২৩ পর্যন্ত হয়েছিল এবং মোট ৮৫ টি এপিসোড সম্প্রচারিত হয়েছিল।[ix] যদিও Sony Entertainment চ্যানেলে এই শো টি বর্তমানে সম্প্রচারিত হয় না কিন্তু Netflix এ এই শো টি The great Indian Kapil Show নামে চলছে।

ফলে মোট ৪৭২টি এপিসোডে অন্তত পক্ষে ৪৭২ বার ও তার বেশি সময়, এই তুমুল জনপ্রিয় শোতে ব্যক্তির শরীরকে নিয়ে, মূলত হেয় প্রতিপন্ন করে, কৌতুক করা হয়েছে, দর্শকদের মধ্যে সেটি জনপ্রিয়ও হয়েছে। নিম্নে কিছু সেই ধরনের কৌতুক তুলে ধরা হল-[x]

১. প্রথম সিজনের প্রথম পর্বে কপিল শর্মা তার সহ অভিনেতাকে বলছেন (এই সহ অভিনেতা তার সাথে আগের চ্যানেলেও ছিল এবং সে একজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও মহিলা সেজে হাস্য কৌতুকে অভিনয় করত),

"Tum har din ladki bante ho, aaj ladka banke kyasa lag raha hain?"
In reply— "Bohut accha lag raha hain, jaise ki sine se ek bojh utar gaya"
["তুমি প্রতিদিন মেয়ে সাজো, আজকে ছেলে হিসাবে এসে কেমন লাগছে?"
উত্তরে বলা হচ্ছে — "খুব ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেছে"] (পর্ব- ১), (সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

বিশ্লেষণ : এই কৌতুকটির মাধ্যমে সমাজের প্রত্যেক নারীর শরীরকে একটি নির্দিষ্ট অঙ্গকে, স্তন, আকর্ষণীয় হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। কেউ বলতেই পারে যে নারী শরীরের স্তন ভারি হলে তার কষ্ট হতেই পারে, কিন্তু এখানে কষ্টকে গৌণ হিসাবে দেখিয়ে স্তনের আকার ও আকৃতিকে মুখ্য হিসাবে দেখিয়েছে। ফলে Sociology of Gender এবং Sociology of Body এর দর্শন অনুসারে বলা যায়, শরীর একদিকে পন্য অন্য দিকে সুঠাম শরীর না হলে ব্যক্তি হীনমন্যতায় ভুগবে এই ধরনের Body shaming পরিস্থিতি তৈরি করে তার প্রচার করা হচ্ছে, লক্ষ্য করার বিষয় হল এই নিম্ন রুচির কৌতুকের পর দর্শক মহলে হাততালির রোল ওঠে। ফলে সমাজে উপরিউক্ত বিশেষ ধরনের বাইনারি প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

২. একটি কৌতুকে বলা হচ্ছে যে, -

"Tum mujhe halke mein mat lo,
Kejriwal sab mujhe pehecante hain"
In reply - "Ha mujhe pata hain,
tumhara muh dekh kar hi, unka chunav chin 'jharu' rakkha hai"
["তুমি আমাকে হাল্কা ভাবে নিও না,
কেজরিয়াল স্যার আমাকে চেনেন"
উত্তর এলো - "হ্যা আমি জানি,
তোমার মুখ দেখেই তো উনি ওনার নির্বাচনের প্রতীক 'ঝাড়ু' রেখেছেন"] (পর্ব- ১) (সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশ্লেষণ : এই কৌতুকের মাধ্যমে একজন ব্যাক্তির মুখশ্রীকে তীব্রভাবে নিশানা করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তির মুখের সাথে ঝাড়ুর তুলনা করে body shaming কে সারিক ভাবে প্রচার করা হচ্ছে। সমাজে কে গুরুত্ব পাবে সেটি তার অর্জিত মর্যাদার উপর ভিত্তি করে না হয়ে একটি বিশেষ ধরনের মুখশ্রী কেন্দ্রিক হওয়ার প্রবতনা যে আছে, সেটার সপক্ষে প্রমান দিচ্ছে। বিশেষ করে শো বিজ ব্যবসায় (Entertainment business) মুখশ্রী কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটি এখানে বোঝানো হয়েছে।

৩. শোতে কপিল তার দিদার সাথে কথোপকথনে লিপ্ত, সেই সময় একজন পুলিশ অফিসার এসে উপস্থিত হয়েছে (কিকু শারদা), পুলিশ অফিসারটি শারীরিক ভাবে মোটা, তিনি চতুর্থ একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলছেন, সেই সময় উক্ত দিদা বলছেন—

"Tum chup raho, mera nati aaya hain"

Reply from Kapil - "Dadi udhar dekho, ek chota hati vi aaya hain"

["তুমি চুপ থাকো, আমার নাতি এসেছে,

কপিলের উত্তর- "দিদা ওই দিকে দেখ, একটা ছোট হাতিও এসেছে] (পর্ব- ২) (সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

বিশ্লেষণ : এই ধরনের কৌতুক পুর ৪৭২টি পর্বে প্রতিনিয়ত আছে ও বহুবার আছে। এই ধরনের শরীর নিয়ে কৌতুক এই অনুষ্ঠানের মূল কেন্দ্রিয় বিষয়। এখানে কিকু সারদা যেহেতু একজন মোটা ব্যক্তি ফলে তাকে ছোট হাতি বোলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

৪. একটি সিনে দেখানো হচ্ছে যে, কিকু শারদা বসে আছে, যিনি একটু মোটা, আর তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে-

"Hamara khel main ek expert cahiein aur uske liye yeha pe ek roller baithi hain."

["আমাদের খেলাতে একজন এক্সপার্ট প্রয়োজন, তার জন্য এখানে একজন রোলার বসে আছে"] (পর্ব- ৮৩) (সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

বিশ্লেষণ : এই কৌতুকটি সরাসরি বডি শেমিংকে প্রচার করে। একজন ব্যক্তিকে তার শারীরিক গঠন অনুসারে রোলারের সাথে তুলনা করে একটি নিকৃষ্ট নিম্ন রুচির বিনোদন সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা হয়েছে। এই ধরনের কৌতুক টেলিভিশনে যে সমস্ত ব্যক্তি দেখছেন তারা ভাবতেই পারেন যে এই ধরনের শারীরিক চিহ্নিতকরণ স্বাভাবিক বিষয়। ফলে তারা নিজেদের সমাজ জীবনে এই ধরনের মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে পারে।

৫. একটি কৌতুকে, কিকু শারদা ও সুনীল গ্রোভারকে, যারা একজন পুরুষ অভিনেতা কিন্তু একজন নারীর সজ্জা নিয়ে অভিনয় করছেন, উদ্দেশ্য করে একজন অভিনেতা বলছেন (কপিল) যে -

"Mere Dadaji ke pass ek ghora huaa karta tha,
Aap log soch rahein hain ki mujhe kaise yaad hain,
In do auroth ka ghori jaisa muhh dekh kein yaad aaa gaya."

["আমার দাদুর কাছে একটি ঘোড়া ছিল, আপনারা ভাবছেন আমার কী ভাবে মনে পড়ল? এই দুই মহিলার ঘোড়ার মত মুখ দেখে মনে পড়ে গেলো"] (পর্ব- ৮৩) (সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

বিশ্লেষণ : এই কৌতুকটি শুধুমাত্র শরীরকে কেন্দ্র করে করা হয়েছে তাই নয়, বরং একটি শরীরকে পন্য হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। ব্যক্তির শরীরকে একটি পশুর শরীরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই কৌতুকটি একটি নারী শরীরের শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে - বিশেষ ভাবে তাদের শরীরের গঠন না হলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাদের আকর্ষণীয় ভাবটি থাকবে না। এখানে ঘোড়ার মুখের সাথে মহিলাদের মুখের তুলনা করে একটি বিশেষ ধরনের মহিলাদের নিচু দেখানো হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬. একটি কৌতুকে কপিল শর্মা কিকু শারদা কে বলছে, -

"Jab hazar wali note band ho gayi to yain doshow rupay wali muuh kaise chal rahin hain? Yak thuu."
["যেখানে হাজার টাকার নোট বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে তোমার দুশ টাকার মুখ কীভাবে চলছে? ইয়াক থু"] (পর্ব- ৯৫)
(সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

বিশ্লেষণ : এই কৌতুককে কতটা সভ্য বলা যায় তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। এখানে একজন ব্যক্তির মুখ কেন মানুষ দেখবে সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং কোন ব্যক্তির মুখ পছন্দ না হলে তার দিকে থুতু ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এটি সভ্য মানব সমাজ ও মানব অধিকারের বিরুদ্ধে।

৭. একটি কৌতুকে একজন নারী অভিনেত্রীকে বলা হচ্ছে, -

"Tumhara role episode me nehi barha,
lekin tumhara hoth muh ke hisab se bari ho gayi"
["তোমার রোল এই পর্বে বড় হয় নি, কিন্তু তোমার ঠোঁট মুখের তুলনায় বড় হয়ে গেছে"] (পর্ব- ১১১) (সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

বিশ্লেষণ : এই কৌতুকটি পুনরায় নারী শরীরকে একটি নির্দিষ্ট গঠনে ধারনাকরন করে। ফলে শরীরের কোন অংশ কেমন হলে শরীরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে- নারী পুরুষ নির্বিশেষে- তার একটি নগ্ন রুপ উঠে আসে।

৮. একটি সিনে দেখানো হচ্ছে যে, কিকু শারদা (যিনি মোটা) একটি মহিষ নিয়ে এসেছে তখন কপিল বলছে -

"Yeah par do do vaish kya kar raha hain?"
["এখানে একসাথে দুটো মহিষ কি করছে?"]
"...yeah pura rakshas hain"
["ইনি পুর রাক্ষস প্রজাতির"] (পর্ব- ৯৫) (সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

বিশ্লেষণ : এই কৌতুকে ব্যক্তিকে পশু, রাক্ষস ইত্যাদি উপমা দ্বারা বিশেষায়িত করে বঝান হয়েছে যে, মহিষের মত বা রাক্ষসের মত দেখতে হলে সমাজে তার স্থান নিচে।

৯. কপিল শর্মা, কিকু শারদাকে বলছে, -

"Yeh jis jaga baith jate hain,
oha par gadda ban jate hain"
["ইনি যে স্থানে বসে পরেন,
সেখানে গর্ত হয়ে যায়"] (পর্ব- ৫৫ ও বহু অন্যান্য পর্ব) (সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

বিশ্লেষণ : এখানে ব্যক্তির ওজন নিয়ে হাস্য কৌতুক তৈরি করা হয়েছে। ওজন বেশি হলে সমাজ ব্যক্তির উপর হাসবে এবং নানা রকম কুরুচিকর কথা বলবে।

১০. একজন অভিনেতা কিকু শারদা কে বলছেন, -

"chup kar bohut sare aadmi"
["চুপ করো অনেক গুলো মানুষ"] (পর্ব- ৮০) (সুত্রঃ Sony LIV and Sony TV)

বিশ্লেষণ : এই কৌতুকের মাধ্যমে একজন ব্যক্তির শারীরিক আকারের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একজন শারীরিক ভাবে মোটা হওয়ার দরুন তাকে অনেকগুল ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

এই ধরনের কৌতুক প্রত্যেকটি পর্বে ক্রমাগত ভাবে হয়ে চলে। সমস্ত পর্বের সমষ্টি করলে ৪৭২টি পর্ব এখনো পর্যন্ত হয়েছে, অসংখ্য এই ধরনের কৌতুক আছে, আমি তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র তুলে ধরে বিনোদন ব্যবসার ক্ষেত্রে কীভাবে শরীরকে নিশানা করা হচ্ছে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উপসংহার : কপলি শর্মা শো ভারতবর্ষের টেলিভিশনের ইতিহাসের সবথেকে জনপ্রিয়ও কমেডি বা হাস্য কৌতুক শো। এই শোটি লাইভ দেখতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যক্তি বর্গ আসেন এবং তারা কতটা এই শোটিকে পছন্দ করেন ও এই শো থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকেন সেটা ব্যক্ত করে থাকে। ফলে এই শো যদি বডি সেমিংকে প্রচার করে সেটা সমাজের পক্ষে শোভনীয় নয়। সমাজের প্রগতিশীল ধারনা বা মতাদর্শ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই গবেষণা পত্রটি সম্পন্ন করে আমি যে বিষয়গুলো পেয়াছি তা নিম্নে তুলে ধরলাম -

১. ব্যক্তির শরীর সস্তা বিনোদনের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। শরীরের আকার নিয়ে কৌতুক বললে হাসি ও হাত তালির রোল উথছে, ফলে দর্শক মহলে এই ধরনের কৌতুকের জনপ্রিয়তা তৈরি হচ্ছে।

২. ব্যক্তির শরীরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তার ক্রমোচ্চ বিন্যাস তৈরি করা হচ্ছে। এই ক্রম অনুসারে সমাজে ব্যক্তির গুরুত্ব নির্ধারিত হচ্ছে।

৩. একটি 'আদর্শ শরীরের' (Ideal body) ধারনা তৈরি করা হচ্ছে। খুব ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই ধারনাটি তৈরি হচ্ছে। এই ধারনাটি তৈরি করার পিছনে মূল কারিগর হল পুঁজিবাদ। আদর্শ শরীর তৈরি করে সেই শরীরের প্রচার করলে পুঁজিবাদের সার্বিক ভাবে লাভ হবে, এবং এই লাভ কোন সাময়িক লাভ নয়, এটি একটি ক্রমবর্ধমান (Cumulative) লাভ। সমাজে সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে এই আদর্শ শরীরের গ্রহণযোগ্যতা যত বাড়বে পুজিবাদের তত লাভ। ফলে টেলিভিশন— যেটি এমন একটি মিডিয়া যার বিস্তার অনেক বেশি ও যেটি অনেক বেশি ব্যক্তির উপর প্রভাব ফেলে, পুঁজিবাদের একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে আর এই সমস্ত শো একটি মতাদর্শগত হাতিয়ার (ideological apparatus) হিসাবে কাজ করে।

৪. যে সমস্ত ব্যক্তি এই আদর্শ শরীরের অধিকারী নয়, তারা এই শো তে ব্যাঙ্গের শিকার হয়ে থাকে, পুরুষ নারী নির্বিশেষে। এই ব্যাঙ্গ শুধুমাত্র এই শোতে সীমাবদ্ধ থাকে না। আমরা কম বেশি বেশিরভাগ ব্যক্তি এটা সমর্থন করি যে, পপুলার কালচার আমাদের সমাজে একটি বিশেষ গুরুত্ব রাখে। এই পপুলার কালচারে প্রদর্শিত বিষয় নিজেদের সমাজ জীবনে অনুসরন করি। ফলে এই শরীর নিয়ে ব্যাঙ্গ সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে চলে আসে। টেলিভিশনে দেখানো বডি শেমিং শুধুমাত্র টেলিভিশনের পর্দায় সীমাবদ্ধ থাকছে না।

৫. পরিশেষে আমি যে সিদ্ধেন্তে এসেছি তা হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সবসময় নারী শরীর একটি পন্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, শোষিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান পুরুষতান্ত্রিক পুঁজিবাদী সমাজে প্রতিটি শরীর হল পন্য - নারী পুরুষ নির্বিশেষে। প্রতিটি শরীর পুঁজিবাদের কাছে ব্যবসার জায়গা- সেটি আদর্শ শরীর হলেও বা না হলেও। একটি প্রগতিশীল সমাজের ভ্রান্ত ধারনা পুঁজিবাদ তৈরি করে এবং আমাদের সেই ভ্রান্ত ধারনার মধ্যে আটকে রেখে, সংস্কৃতি কেন্দ্রিক শোষণ করে। নানা রকম সামাজিক ভিন্নতা যেটি মূলত দ্বিমুখী কাঠামো যেমন – ফর্শা-কালো, রোগা-মোটা, লম্বা-নাটা ইত্যাদি। এই কাঠামো অনুযায়ী সমাজ পরিচালিত হয়। আমরা সবাই সব জেনে বুঝেই এই পথের পথিক।

Reference:

i. Cooley, Charls Horton. "*Looking-glass self*". *The Production of Reality: Essays and Readings on Social Interaction* (7th Edition) by Jodi O'Brien. Sage. 1902. P. 181-183

ii.https://web.archive.org/web/20131203003233/http://www.indiantelevisionacademy.com/site//awards_hhita_details_new.php?year=2013

iii. Kuipers, G. *Good Humor, Bad Taste: A Sociology of The Joke*. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. 201). P. 1-20

iv. Barker, C. Cultural Studies: Theory and Practice. London: Sage Publishers. 2003. P. 8

v. Shilling, C. *The Body and Social Theory*. Sage. 2012. P. 17

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 77
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 645 - 654
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

vi. Gilbert, P., & Miles, J. (Eds.). *Body Shame: Conceptualisation, Research, and Treatment*. Psychology Press. 2002. P. 3-4
vii. Schlüter, C., Kraag, G., & Schmidt, J. (2021). Body Shaming: An Exploratory Study on its Definition and Classification. *International Journal of Bullying Prevention*, 1-12
viii. McMahon, J., Mc Gannon, K. R., & Palmer, C. (2022). Body shaming and associated practices as abuse: athlete entourage as perpetrators of abuse. *Sport, Education and Society*, *27*(5), 578-591

ix. https://en.wikipedia.org/wiki/The_Kapil_Sharma_Show (accessed on 25.09.2025)
x. https://www.sonyliv.com/ (Accessed on multiple time till 25th September, 2025)